তপস্বিনী
গঙ্গাধর মেহের

অষ্টম সর্গ
(রাগ - কেদার-কমোদী)

09 August 2009
(Last updated: ৩০ মার্চ ২০১০)
http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

জীবনে যউবন বঢ়িলা সম
বসন্ত বঢ়ি বনে হেলা গ্রীষম,
যুবা-শকতি যথা হুএ প্রখরা
প্রচণ্ডতর হোই আসিলা খরা।

সুখ-বিষয়ভোগ-তৃষ্ণার পরি
সংচার কলা মৃগতৃষ্ণা সুন্দরী,
তূলা উড়িলা তেজি শাল্মলী তরু,
কৃপণ ধন কালে উড়ে খাতরু।

পলাশ অঙ্গে নাহিঁ পূর্ব সুরঙ্গ,
অনিত্য এহিপরি ভব-প্রসঙ্গ,
তাপে অধিকতর মল্লী ফুটিলা
অধিক বাস তার অঙ্গু ছুটিলা।

সাধু-হৃদয় তাপে হুএ অটল
বরঞ্চ হুএ শান্তি যশ প্রবল,
কুটজ অনাইলা তাকু হরষে!
সাধব পাই সাধু অবশ্য রসে।

এক হৃদয়ে দুহেঁ কলে বিচার
গ্রীষমে করুথিলা বাস সংচার,
বরষা হেলা মহী হেব শীতল
শান্তি লভিবে জীবজন্তু সকল।

কদম্ব কেতকী ত বাসকৃপণ
নুহন্তি, করিবে সে লোকতর্পণ;
অর্পণ করি জন—রঞ্জনভার
তেজিবা হসি হসি তরু—সংসার।

উদ্দণ্ড কমলিনী উঁচাই মথা
সহর্ষে সমর্থন করি সে কথা,
বোইলা মুহিঁ থাই তুম্ভর সঙ্গে
ঝাসিবি কাল-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গে।

মল্লী বোইলা, তাহা পারিবু কাহিঁ?
তো কান্ত ভানু তোতে ছাড়িবে নাহিঁ,
বোইলা কমলিনী ঘোটিলে ঘন
চাহিঁবে নাহিঁ কান্ত মোর বদন।

বিপদে করি কিছি দিন যাপন
করিবি ভব-ব্রত উদ্‌যাপন,
কান্ত মো ঘন ভেদি পারন্তি নাহিঁ
সহন্তি দুঃখ লোকমঙ্গল পাইঁ।

অধিক দিন কান্ত-প্রেমানুরাগ
ভোগ করিবি কাহিঁ? নাহিঁ মো ভাগ্য,
তাঙ্ক চরণ করুথিবি স্মরণ
মরণ নেব মোতে করি বরণ।

এ জন্মে কিছিদিন সহিলে দুঃখ
চাহিঁবি পরজন্মে স্বামী—শ্রীমুখ,
সে কথা জানকীঙ্ক জ্ঞান-শ্রবণে
পড়ন্তে আদরণ মণি জীবনে।

বোইলে পদ্মিনী গো অটু সাধবী
দিশুছি তোতে পুণ্যময়ী পদবী,
বিচারে মুহিঁ তোর অটে ভগিনী
তহিঁ উপরে পুণি ভাগ্য—ভাগিনী।

তো পরি স্বামীস্নেহ ভোগিলি বনে
স্বচ্ছ অমৃতময় সুখ ভবনে,
তো কান্ত প্রভাকর দিবস-নাথ
সে বংশে জাত ধরা-নাথ মো কান্ত।

কহুছি যাহা নিজ ভবিষ্য গতি
আগুঁ মুঁ লভিলিণি সেহি পদ্ধতি,
ধন্য তো' হৃদ, ধন্য ধন্য তু সতী
জীবনে মোর দিঅ তো' শুদ্ধমতি।

লোক-বচনে করি দুঃখ অর্জন
করিঅছন্তি কান্ত মোতে বর্জন
মো' ভাগ্যপরকালে স্বামী-দর্শনে
ক্ষম হেব কি? কহ দিব্য দর্শনে।

শীতল শতদল-দলর তলে
ঘন শ্যামলবক্ষ-সরসী জলে,
মদ্যাহ্নে কটাইলে কোক-দম্পতি
রাজহংসীকি সঙ্গে ঘেনি তা' পতি।

চিঙ্গুড়ী কারণ্ডব কাণ্ডরু বণ্টি
কমলবনে লম্ব লম্ফন রচি,
ছত্র-বিশাল-পত্র বিপিনে বণা
হোই অন্তিমে হেলা বক-পারণা।

উদ্দণ্ড শতপত্র-পত্র উদরে
পড়ি শফরি লম্ফ দিএ উদরে,
মণ্ডূক কুমুদিনী বঙ্কা নাড়রে
ন বসুঁ ডিআঁমারে ডুণ্ডুভ ডরে।

বিষাদে বসি পিক রসাল ডালে
কাক কুলায় পাশে পত্রউঢ়ালে,
পিপাসা সহি শ্রুতিসুধা ন ঢালে
লুটিছি যেহ্নে ভয় করি চণ্ডালে।

নচাউ নাহিঁ চম্পা বিস্তারি পুচ্ছ
পুচ্ছ-মূল-সুরঙ্গ-পালক-গুচ্ছ,
কহলু নাহিঁ রঙ্গে চলাই পক্ষ
সোদর চাহিঁ কোপে হোই বিপক্ষ।

যুঝাইথাএ সিনা তাকু আহার
নতুবা ভ্রাতা রিপু হুএ কাহার!
বসিছি পীন কায়ে পূর্ণ উদরে
বিশাল শালতরু-ডালে মুদরে।

মধুকবনে বসি শুক সকল
ভোজন-ব্যাজে কাটি মধুক ফল।
দ্বিজ স্বভাবে করুছন্তি অঙ্কন
সূক্ষ্ম পঞ্জিকা ভাবী-বৃষ্টি লক্ষণ।

তমসা তট-বট-বিটপি তল
নিবিড় কিশলয় ছায়া-শীতল।
যহিঁ কুটজ-বাস পূরণ উটজে
সহজে গ্রীষ্ম শান্তি-চরণে ভজে।

বাল্মীকি বসি তহিঁ জ্ঞান-নয়ন
ফিটাই দেখুছন্তি শ্রীরামায়ণ
তাপসবৃন্দ কাহিঁ কে অধ্যয়ন
কে কাহিঁ করুছন্তি বেদ গায়ন।

গুরু-গরভ-ভাবে আলসী সীতা
তাপসী-পরিবেশে হোই বেষ্টিতা,
নিবিড় নিকুঞ্জরে পল্লবাসনে
শান্তি সেবন্তি বসি স্থির-দর্শনে।

পরিধি-যুত কি সে চন্দ্রমণ্ডল
রাকা-বিদায়ে ভজে অস্ত অচল,
সতী-পাণ্ডুর গণ্ড স্বেদ-পটল
শিশির পরা হিম নয়ন-জল।

তাপসী মধ্যে রহি শ্রীরাম-রাণী
লঙ্কা-রাক্ষসী-বৃত্তি স্মৃতিকু আণি,
ভাবন্তি তাপসীঙ্ক স্বর্গীয় ভাব
রাক্ষসী নারকীয় মন্দ স্বভাব।

মনে পড়ন্তে বীর বাতনয়ন
বাতদেবঙ্কু কলে অভিনন্দন,
তালবৃন্তরে দেবী সাদরে বিশিষ্ট
প্রসাদ লাভ কলে শীতল-বীচি।

এ কালে আগে আসি চিন্তা-সুন্দরী
বোইলা বচনরে বিনয় ভরি,
"দেবী গো! দ্বারে আসি কেতেক জন
সতৃষ্ণে লোড়ুছন্তি তুম্ভ দর্শন।

বহুত দূরুঁ আসিঅছন্তি পরা
ধন্য দিদৃক্ষা গণি নাহিঁ এ খরা,
দেখিলে মনোহর রূপ তাঙ্কর
হৃদয় হোইযাএ প্রীতিআকর।"

দেবী বোইলে, 'সখি, আণ সত্বর
ধন্য মো ভাগ্য! মোতে এতে আদর,
তাঙ্ক দর্শনে মোর নয়নদ্বয়
করিবে পাপ-তাপ অবশ্য ক্ষয়।"

দেবী আদেশে জণে প্রথমে আসি
বোইলা মৃদুমন্দ হাস প্রকাশি,
সুচির পরিচিত বান্ধব পরি
প্রণয়বাক্যে সুধা সেচন করি।

"দেবী গো, পূর্ব কথা অছি কি মনে?
চরণ দেইথিল মোর সদনে,
তুম্ভ শ্রীঅঙ্গ তেজে মো' অবয়ব
লভিছি এহি দিব্য প্রভা বিভব।

সে প্রভা-ব্যপদেশে মোর নির্ঝর
ঝরন্তি আনন্দরে হোই জর্জর,
কুসুমকুল হোই প্রফুল্ল-আস্য
নিন্দন্তি নন্দনকু দেখাই হাস্য।

সরিত-নীর হোই চিরবাসিত
তীরবাসীঙ্কি করে সমুল্লসিত,
প্রীতিপালিত তুম্ভ ময়ূরগণ
উচ্চে করন্তি নিতি গুণ গায়ন।

তুম্ভ দর্শন-আশা রখি অটল
থরকু থর আসি মেঘপটল,
লোড়ন্তি ভ্রমি ভ্রমি দরীকি দরী
কাহিঁ অছন্তি বোলি সীতা সুন্দরী।

পুচ্ছন্তি মোতে মন্দ্র গম্ভীর স্বরে
মানন্তি নাহিঁ কেবে 'নাহিঁ' উত্তরে,
খোজন্তি পুণি শস্ফা-আলোক ধরি
নিশ্চয় অছি বোলি সীতাসুন্দরী।

চিহ্ন কি দেবি, আজি এ ভাগ্যহীনে?
আসিছি শ্রীছামুকু অনেক দিনে,
তুম্ভ চরণ-রজে মণ্ডি মুকুট
হোইছি ভাগ্যবান 'মুঁ চিত্রকূট'।"

তা' পরে উভা এক নব রঙ্গিণী
স্বচ্ছ উজ্জ্বল কান্তি মঞ্জু অঙ্গিনী,
তীব্র আতপ-তাপ-দর্প গঞ্জিনী,
কানন-সুন্দরীঙ্ক চিরসঙ্গিনী।

গলশোভিত গিরিমল্লিকামালে
মধুকে মনোহর ললাম ভেলে,
কর্ণভূষণ কম্বু নীলরতন
শুক্তি করিছি কটিভূষা রচন।

কাননবাসীমুনি মনমোহিনী
চারু কুটিল নীল বেণী শোভিনী,
কোমল কলভাষে প্রসন্ন মুখে
মধুরে জণাইলা সতী সম্মুখে।

'সুশীলে কৃতজ্ঞতা ঘেন মোহর
মুঁ চিরঋণী স্নেহ-ঋণে তোহর,
শুঝিবি ঋণ কাহিঁ? নাহিঁ মো শক্তি
কৃতার্থ কর সতি, ঘেনি মো ভক্তি।

মহীরে মোহ পরি নাহান্তি কেতে
কে কাহিঁ পাইঅছি তো কৃপা এতে?
তো শুভ দৃষ্টিপাত লভিলি যেণু
মো বালি হোইঅছি সুবর্ণরেণু।

ক্রীড়ারে রঞ্জিবারু তো দিব্যনেত্র
মো' উর করিদেলু হীরক-ক্ষেত্র,
থাউঁ গিরীন্দ্র-সুতা শ্রীবিষ্ণুপদী
তো দত্ত উপাধিরে মুঁ 'মহানদী'।

অইলা গোদাবরী বিশদকায়া
বদনে পড়িঅছি বিষাদ-ছায়া,
বিকলে করি করি অশ্রু-মোচন
অঞ্চলে পোছি পোছি পদ্ম-লোচন।

বিচিত্র চিত্রমান উজ্জ্বল রঙ্গে
রঞ্জিত করি আণিথিলা তা' সঙ্গে,
সতীঙ্ক অনুমতি নেই সত্বর
ফিটাই দেখাইলা স্তরকু স্তর।

কাহিঁ কুসুমাবলীবল্লীরু ঝড়ি
খরাংশু খরাংশুরে যাউছি সড়ি,
পাদপমান শুষ্কপতর-শেযে
মলিন বেশে রহিছন্তি নিস্তেজে।

কাহার শাখাটিএ হোই বিভঙ্গ
বরজি পারি নাহিঁ পাদপ-অঙ্গ,
তৃণপটলে মাগুঅছি শরণ
কা' শির চুম্বি, কাহা ধরি চরণ।

পক্ষী-পুরীষে পূরি পত্র সকল
কাহা শরীর করুঅছি ধবল,
কেহি বা লূতাজাল মলিন-বাস
বদনে ঢাঙ্কি নাশিঅছি উল্লাস।

মণ্ডূক দল চাহিঁ বক বিকলম
মুহুঃ প্লবনে পাউছন্তি বিভ্রম,
কেতে বা লুচি লুচি উপল তলে
উদর তোষুছন্তি বসি নিশ্চলে।

বন্য মহিষ কাহিঁ দলকু দল
পঙ্কিল করুছন্তি সরসী জল,
রাজীবরাজি হোই কর্দ্দমলিপ্ত
লুলাপ পদে হেউঅছন্তি ক্ষিপ্ত।

কাহিঁ বা অজগর আহার আশে
পড়িছি কাষ্ঠ সম সলিল পাশে,
তা' পাশে চাহিঁ মৃগযূথ সরণী
শার্দ্দূল লুচি চাটুঅছি সৃক্কণী।

পুণি দেখিলে ঘোর দাব দহন
ধূম তিমিরে পূর্ণ করি গহন,
অসংখ্য শাখা শিখিশিখা প্রচণ্ড
ঢেইঁ মিশুছি নভে খণ্ডকু খণ্ড।

জ্বলন্ত পত্রচয় উঠি গগন
ধূম-বাহনে করুছন্তি গমন,
দূর পাদপে বসি সম্বাদ কহি
তা' পরে হেউছন্তি তাপরে দহি।

কেতে পতর উর্দ্ধপথে মলিন
হোই গগনে হেউঅছন্তি লীন,
পতত্রী কেতে উড়ি পলান্তি নভে
কেতে বা পড়ুছন্তি অনল গর্ভে।

মৃগ মহিষ গজ দলকু দল
শশ শূকর শিবা ভল্লুক-পল,
ধূমপটলে মজ্জি চাহিঁ অনলে
অছন্তি কান্দিশীক হোই বিকলে।

ভীতচকিতবিত্ত প্লবঙ্গগণ
পলান্তি তরুঁ তরু করি প্লবন,
শাবক ধরি পৃষ্ঠে কেহি বা কক্ষে
দউড়ুছন্তি ধূমে সরিত লক্ষ্যে।

সরিত-সইকত-স্রোত-আকূল
ভরিঅছন্তি জন্তু হোই আকুল,
বোইলা গোদাবরী, "দেখিলু বৎেস!
দণ্ডকা দশা তোর ছাড়িবা পছে।"

বোইলে সতী পরদুঃখ-কাতরা
"হা! হা! দণ্ডকা মোর কেলি-পসরা,
ধন্য হুঅন্তি কলে সত্বর বিধি
মো' নেত্র-নীরে তোর শান্তির বিধি।"

অযোধ্যা তহুঁ সতী ছামুরে দেখা
করি পঢ়িলা রাজলক্ষ্মীর লেখা,
শোক-গদ্‌গদ-দুঃখ বিকৃতস্বরে
কম্পিত ওষ্ঠে লজ্জানত ভাষরে-

"সখি, মুঁ নিশা, তুহি থিলু কৌমুদী
গলু মো নেত্র—ফুল্লকুমুদ মুদি,
তো' বিনা নাহিঁ আউ মো' সুখ লেশ
ধরিছি ভূষাহীনা যোষার বেশ।

রাজভবন আজি হোইছি বন
তোহো বিরহ তহিঁ দাবদহন,
প্রবেশি সবু করিদেইছি নাশ
অছি কি আউ পূর্বশোভা বিলাস?

পোড়িছি সমুল্লাস-পল্লবময়
বিশাল সাধু হৃদ—পাদপচয়
সুহাস-সুবাসিত কুসুম-বংশ
আহা সহজে তহিঁ হোইছি ধ্বংস!

শান্তি-হরিণী যুথ ধইর্য্য-করী
বিষাদ-ধূমে প্রাণ অস্থির করি,
তিতক্ষা-সরিতর উদরে যাই
আকণ্ঠ দেইছন্তি তনু মজ্জাই।

খল হৃদয় বলবন্ত শ্বাপদ
তাঙ্কু হিঁ ছাড়িনাহিঁ সেহি আপদ,
একা শ্রীরাম-হৃদ-সিন্ধু-অতল
গরভে হোইছি তা' বড়বানল।

রাহু গ্রাসিলে যথা চন্দ্রমাগাত্র
তো বিনা অছি নৃপ আকার মাত্র,
পূরিছি তম মণিময় ভবনে
জীমূত যথা তারাপূর্ণ গগনে।

বিদীর্ণ হৃদে ছন্তি শাশুএ বসি
সলিল শুখিগলে যথা সরসী,
ফণিনী প্রাণধন যেসন মণি
তহুঁ অধিক তোতে থাআন্তি মণি।

কপাট পড়িঅছি প্রমোদবনে
ফুল বা পড়িঅছি কাহা নয়নে?
মস্তকে উঠি গন্ধবণিক সাজি
শুখাউছন্তি চ্যুত কুসুমরাজি।

বল্লী-বিটপী-বীথি হোই অসুখী
তোতে সুমরি যাউঅছন্তি শুখি,
শঙ্খমর্মরময় রম্য পথরে
আসন করুছন্তি শুষ্ক পতরে।

দেবরমানে মানি প্রভুঙ্ক কথা
বিষাদভরে ছন্তি নুআইঁ মথা,
মন্ত্রে নিহতবীর্য্য যথা ভুজঙ্গ
অথবা তীক্ষ্ণ শৃণি ভীতমাতঙ্গ।

ভগিনীমানঙ্কর গণ্ডমণ্ডল
নির্ভর করুঅছি করকমল,
হেউছি দিনু দিন তাহাঙ্ক তনু
অসিত-পক্ষ-চন্দ্র সদৃশ তনু।

সঙ্গীত সঙ্গিনীএ মুরজ মুখ
ন ছুইঁ নিজে হোইঅছন্তি মূক,
দাসীএ তোর বাসিকুসুম পরি
প্রগাঢ় দুঃখে ছন্তি জীবন ধরি।"

ন সারি পত্রপাঠ ম্লানরূপসী
অযোধ্যা অবশরে পড়িলা বসি,
জানকী দয়াবতী দেখি তা' দশা
ক্ষোভ সন্তাপে আপে হেলে বিবশা।

হোই আসিলা এবে দিবাবসান
অতিথি বাহুড়িলে যে' যাহা স্থান,
তাপসীমানে নেই সতীষ্কি রঙ্গে
নিরত হেলে নিজ নিজপ্রসঙ্গে।

— — —